পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

জেশপ বিল্ডিং, (দ্বিতল)

৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১

নং ঃ ৩৭২৭-পি.এন/ও/এক/২বি-৪/২০০৩ তাং-০৯-১১-২০০৪

প্রেরক ঃ শ্রী দিলীপ ঘোষ,
যুগ্ম-সচিব,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

প্রাপক ঃ অধিকর্তা,
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন,
পশ্চিমবঙ্গ,
১১এ, কিরণশংকর রায় রোড
কলকাতা-৭০০০০১।

বিষয় ঃ পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে সম্পদ সংগ্রহ এবং পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩-এর অন্তর্গত ১৩৩ ধারা বলে পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় অভিকর, মাশুল, উপশুল্ক এবং বিভিন্ন প্রকার ফি গ্রহণ করার জন্যে আদর্শ উপবিধি প্রনয়ন সংক্রান্ত।

মহাশয়,

আদেশানুসারে উপরিল্লিখিত বিষয়ে আপনাকে জানাই যে সংশোধন-উত্তর পঞ্চায়েত আইনের ২২৩ ধারায় পঞ্চায়েত সমিতিকে উপবিধি তৈরী করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ২০০৩ সালের পঞ্চায়েত (সংশোধন) আইন অনুসারে ঐ উপবিধি প্রণয়ন আবশ্যিক করা হয়েছে। উপবিধির বিভিন্ন অনুচ্ছেদগুলি এমন ভাবে প্রণয়ন করতে হবে তা যেন পঞ্চায়েত আইন এবং নিয়মাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। পঞ্চায়েত সমিতি তার প্রয়োজন অনুযায়ী ঐ উপবিধি সংশোধন করতে পারবে। উপবিধি প্রনয়ন করে তার অনুলিপি জেলাশাসকের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের অবগতির জন্য পাঠাতে হবে। প্রণীত উপবিধি পঞ্চায়েত আইন ও নিয়মাবলীর পরিপন্থী হলে রাজ্য সরকার ঐ উপবিধি বাতিল করবেন।

খসড়া উপবিধি বাংলা এবং ইংরাজী ভাষায় তৈরী করতে হবে । উপবিধি প্রকাশ করার সময় এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে যে যদি সংশ্লিষ্ট উপবিধির কোন অনুচ্ছেদ সম্পর্কে কোন ব্যক্তির কোন আপত্তি বা সুপারিশ থাকে তাহলে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে তা জানাতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে ঐ নির্দিষ্ট দিনটি উল্লেখিত থাকবে। এছাড়া বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করতে হবে কোন তারিখের মধ্যে উপবিধি অনুমোদন ও কার্যকরী করা হবে। পঞ্চায়েত সমিতির সাধারণ সভায় খসড়া উপবিধি অনুমোদন করিয়ে নিম্নলিখিত স্থানে প্রকাশ করতে হবে।

১। পঞ্চায়েত সমিতি কার্যালয়
২। জিলা পরিষদ কার্যালয়
৩। অতিরিক্ত জেলা নিবন্ধকের কার্যালয়
৪। থানা এবং ফাঁড়ি
৫। জেলা শাসকের কার্যালয়
৬। মহকুমা শাসকের কার্যালয়
৭। জেলা-বিচারকের কার্যালয়

৮। মুন্সেফ কোর্ট

খসড়া উপবিধি এবং বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তু পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় ব্যাপক প্রচার করতে হবে। আপত্তি বা সুপারিশ জানাবার জন্য অন্ততঃ ছয় সপ্তাহ সময় দিতে হবে। জনসাধারনের পক্ষ থেকে যে সকল আপত্তি বা সুপারিশ পাওয়া যাবে, সেগুলি পঞ্চায়েত সমিতির সভায় বিবেচনা করে উপবিধি চুড়ান্ত ভাবে গৃহীত হবে। চুড়ান্তভাবে গৃহীত উপবিধি পুনরায় উপর্যুক্ত স্থানগুলিতে প্রকাশ করতে হবে ও জিলা পরিষদ এবং জেলাশাসকের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগে পাঠাতে হবে। উপবিধি সংশোধন করার সময়ও পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক একই পদ্ধতি অনুসৃত হবে।

রজ্যের পঞ্চায়েত সমিতিগুলির সুবিধার্থে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ একটি আদর্শ উপবিধি তৈরী করেছে। এই রাজ্যের সকল পঞ্চায়েত সমিতির অনুসরণযোগ্য ঐ আদর্শ উপবিধির প্রতিলিপি এই মর্মে প্রেরণ করা হল। প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতিকে আগামী তিন মাসের মধ্যে উপর্যুক্ত আদর্শ উপবিধি অনুসারে নিজস্ব উপবিধি প্রনয়ন করে তা গ্রহণ করতে হবে এবং ঐ উপবিধির অনুলিপি সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকের মাধ্যমে এই বিভাগে পাঠাতে হবে। পঞ্চায়েত সমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ ব্লক ভিত্তিক কর্মশালার মাধ্যমে এই আদর্শ উপবিধির বিষয়গুলি যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ দেবেন যাতে পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক উপবিধি গৃহীত হয় এবং উপবিধি অনুসারে অভিকর, মাশুল ইত্যাদি আদায়ের মাধ্যমে নিজস্ব আয়ের সংস্থান হয়।

আপনার বিশ্বস্ত,
স্বা ঃ- দিলীপ ঘোষ
যুগ্ম-সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নং ঃ ৩৭২৭/১(৮০০)-পি.এন/ও/এক/২বি-৪/২০০৩ তাং-০৯-১১-২০০৪

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আদর্শ উপবিধির প্রতিলিপিসহ অনুলিপি প্রেরিত হলঃ-

১। সভাধিপতি---------- জিলা/মহকুমা পরিষদ।
২। সভাপতি---------- পঞ্চায়েত সমিতি।
৩। অধিকর্তা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন প্রশিক্ষন সংস্থা, কল্যাণী, নদীয়া।
৪। জেলাশাসক---------- জেলা।
৫। মহকুমা শাসক---------- মহকুমা।
৬। জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক/জেলা

৫ ও ৭ ক্রমিক সংখ্যায় বর্ণিত আধিকারিকদের মধ্যে বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিলিপি প্রদত্ত হল।

৭। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক ও নির্বাহী আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতি।

স্বা ঃ-মধুমিতা রায়
বিশেষ ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ও
পদাধিকার বলে উপসচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পঞ্চায়েত সমিতির অভিকর, উপশুল্ক ও ফী গ্রহণ সম্পর্কিত আদর্শ উপবিধি

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩-এর ১০৯ ধারায় বর্ণিত দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত অর্থের সংস্থানের জন্য এবং পঞ্চায়েত সমিতির সম্পদ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩-এর ১৩৩ এবং ১৩৪ ধারা বলে উপশুল্ক, অভিকর ও ফী গ্রহণের জন্য এবং পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (জিলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি) হিসাব রক্ষণ ও আর্থিক নিয়মাবলী, ২০০৩-এর ৯০(৯) নিয়ম অনুসারে নিবন্ধীকরণ ফী এবং পুর্নণবীকরণ ফী গ্রহণের জন্য .. .. পঞ্চায়েত সমিতির (নাম) পোঃ.. .. .. থানা .. .. জেলা .. .. পশ্চিমবঙ্গ-এর উপবিধি রচনা করা প্রয়োজন।

এই জন্য পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের ২২৩ ধারাবলে নিম্নলিখিত উপবিধি রচনা করা হল।

ভূমিকা ঃ

(১) এই উপবিধি সমূহ .. .. (নাম) .. .. পঞ্চায়েত সমিতি উপবিধি নামে অভিহিত হবে।

(২) এই উপবিধি .. .. (পঞ্চায়েত সমিতির নাম) পঞ্চায়েত সমিতির সমগ্র এলাকায় প্রযোজ্য হবে।

(৩) .. ..(পঞ্চায়েত সমিতির নাম) পঞ্চায়েত সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট তারিখ থেকে এই উপবিধি বলবৎ হবে।

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩-এর ১৩৩ ও ১৩৪ ধারামতে এবং পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (জিলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি) হিসাব রক্ষণ ও আর্থিক নিয়মাবলী, ২০০৩-এর ৯০(৯) নিয়ম অনুসারে পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক ধার্য উপশুল্ক, ফি বা অভিকর ঃ

কোনও পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক উপশুল্ক, ফি ও অভিকর ধার্য করার জন্য নিম্নোক্ত সর্বোচ্চ হার সুপারিশ করা যেতে পারে।

১। ১৩৩(১)(এ) ধারা মতে পঞ্চায়েত সমিতির দ্বারা নির্মিত (কাঁচা ও মাটির রাস্তা ব্যতীত) যে কোনও রাস্তা বা সেতু যা পঞ্চায়েত সমিতিতে ন্যস্ত বা তার পরিচালনাধীন এমন রাস্তা বা সেতুর উপর নিম্নলিখিত সর্বোচ্চ হারে টোল বা উপশুল্ক (পথকর) ঐ রাস্তা বা সেতু পারাপারের জন্য আদায় করা যাবে।

(১) মোটর লরি বা ট্রাক বা ট্রাক্টর (মালসহ)	টাঃ ২৫.০০ প্রতিবারের জন্য
(২) ট্রাক্টর-ট্রেলারসহ (মালসহ)	টাঃ ১০.০০ প্রতিবারের জন্য
(৩) ম্যাটাডোর বা ডেলিভারি ভ্যান ইত্যাদি (মালসহ)	টাঃ ১০.০০ প্রতিবারের জন্য

২। ১৩৩(১)(বি) ধারা মতে পঞ্চায়েত সমিতি ন্যস্ত বা পরিচালনাধীন খেয়া পারাপারের জন্য নিম্নলিখিত হারে টোল বা উপশুল্ক আদায় করতে পারবেন।

(১) আট বৎসরোর্ধে কোনও যাত্রী (২০ কেজি মালসহ) বা বাই-সাইকেল বা ঠেলাগাড়ি বা সাইকেল রিকশা বা ভ্যান রিকশা	টাঃ ১.০০ প্রতিবারের জন্য
(২) আট বৎসরোর্ধে কোনও যাত্রী (২০ কেজির বেশী মালসহ) প্রতি	টাঃ ১.৫০ প্রতিবারের জন্য
(৩) গবাদি পশু প্রতি বা যন্ত্রচালিত দু-চাকার গাড়ি বা রিকশা	টাঃ ২.০০ প্রতিবারের জন্য
(৪) মোটর গাড়ি প্রতি বা ট্রেকার বা ম্যাটাডোর ভ্যান প্রতি বা ট্রাক্টর (ট্রলারসহ) প্রতি	টাঃ ১৫.০০ প্রতিবারের জন্য
(৫) পশুবাহিত মালবহনের জন্য গাড়ি প্রতি বা অটো রিকশা প্রতি বা ট্রাক্টর (ট্রলারবিহীন) প্রতি বা পাওয়ার-টিলার প্রতি	টাঃ ১০.০০ প্রতিবারের জন্য
(৬) মিনিবাস বা বাস বা লরি প্রতি	টাঃ ২৫.০০ প্রতিবারের জন্য

৩। ১৩৩(১)(সি)(২) ধারা মতে পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনাধীন কোনও দেবস্থান, তীর্থস্থান, মেলা ইত্যাদি যেগুলি রাজ্য সরকার কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে নির্দিষ্ট, সেই স্থানগুলি অনাময় ব্যবস্থা (**Sanitary arrangement**) করণের ফী ঃ

(১) বারো বৎসরের উর্দ্ধে যাত্রী প্রতি	টাঃ ০.৫০ প্রতিবারের জন্য
(২) ফেরিওয়ালা ও ব্যাপারি (স্টলবিহীন) প্রতি	টাঃ ৩.০০ প্রতিবারের জন্য
(৩) ফেরিওয়ালা ও ব্যাপারি (স্টলসহ) প্রতি	টাঃ ১০.০০ প্রতিবারের জন্য

৪। ১৩৩(১)(সি)(৪) ধারা মতে হাট বা বাজার-এর জন্য বার্ষিক লাইসেন্স ফিঃ টাঃ ২০০০.০০ পর্যন্ত

৫। ১৩৩(১)(সি)(৫) ধারা মতে পঞ্চায়েত সমিতি তার এলাকায় পানীয় জল, সেচ বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করলে জলকর ধার্য ও আদায় করতে পারবে।

১৩৩(১)(সি)(৪) ধারা মতে

৬। (১) পঞ্চায়েত সমিতি নিজ উদ্যোগে অথবা সরকারী জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং (গ্রামীণ জল সরবরাহ) সংস্থার মাধ্যমে গভীর নলকূপ স্থাপন ও পাইপ লাইনের মাধ্যমে বাড়িতে বাড়িতে বা প্রতিষ্ঠানে পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য জলকর ধার্য করবেন। উক্ত জলকরের সর্বোচ্চ হার মাসিক ত্রিশ (৩০) টাকার বেশী হবে না। এই হার ধার্য্য করা হবে জল সরবরাহ করার জন্য প্রকৃত ব্যয়ভারের ওপর নির্ভর করে।

(২) পঞ্চায়েত সমিতি গভীর বা অগভীরনলকূপ বা মিনিডিপটিউবয়েল স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিকার্যের জন্য সেচের ব্যবস্থা করলে অথবা রাজ্যসরকার বা জিলা পরিষদ কর্তৃক স্থাপিত এবং পরিচালনার জন্য পঞ্চায়েত সমিতি ভারপ্রাপ্ত হলে সেচপ্রাপ্ত এলাকার কৃষি-জমির মালিকগণের জমির পরিমান অনুযায়ী সেচ-কর ধার্য্য হবে। সেচ-সেবিত এলাকার জন্য মরসুমী শস্যভিত্তিক একর প্রতি ৩৫০ টাকা উপকৃত কৃষিজীবী বা চাষী বা জমির মালিকের উপর ধার্য্য এবং আদায় করা হবে।

(৩) আগুন নির্বাপন বা গ্রীষ্মকালে পানীয় জলাভাবে অথবা রোগ-সংক্রমন ও জল-দূষণজনিত পরিস্থিতি ব্যতিরেকে অন্য কোনও উদ্দেশ্যে অথবা কোন অনুষ্ঠানের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা যদি করা হয় তবে জল-বাহক গাড়ি ও ট্যাংকার-এর ব্যবহারিক ব্যয়-বাবদ জল-অভিকর আদায় করা যাবে এবং ওই অভিকর মোট ব্যয়ের সমপরিমান টাকার বেশি হবে না।

(৪) যে কোন ধরণের পানীয় প্রস্তুতকারী সংস্থা যখন নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করে পানীয় দ্রব্য তৈরীর জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন করে ভূর্গভস্থ জল ব্যবহার করে অথবা পঞ্চায়েত সমিতির নিয়ন্ত্রনাধীন জলাশয় থেকে উত্তোলন করে ব্যবহার করে অথবা পাইপ লাইনের মাধ্যমে কিংবা অন্য উপায়ে সরবরাহকৃত জল ব্যবহার করে তাহলে প্রতি লিটার জলের জন্য ১০ (দশ) পয়সা হারে প্রতি মাসে জলকর বাবদ আদায় করা হবে।

৭। ১৩৩(১)(সি)(৬) ধারা মতে পঞ্চায়েত সমিতি তার এলাকায় সর্বসাধারণের জন্য রাস্তা বা কোনও স্থান আলোকিত করার ব্যবস্থা করলে আলোক অভিকর ধার্য্য ও আদায় করতে পারবেন। আলোর অভিকর ধার্য্যের হার সংশ্লিষ্ট এলাকার জমি বাড়ি বা উক্ত বাস্তুভূক্ত উভয়ের বার্ষিক করের কুড়ি শতাংশের বেশী হবে না। গ্রাম পঞ্চায়েত বা জেলা পরিষদ যদি উক্ত উপশুল্ক, ফি ও অভিকর ধার্য্য করে তাহলে পঞ্চায়েত সমিতি দ্বিতীয়বার কর ধার্য্য করবে না।

৮। ১৩৩(১)(সি)(৩) ধারা মতে রাজ্য সরকার কর্তৃক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর বলে ঘোষিত কোনও ব্যবস্থা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি-সাপেক্ষে চালানোর জন্য নিম্নলিখিত হারে বার্ষিক লাইসেন্স ফি আদায় করা যাবে।

(১)	পেট্রোলিয়াম, ন্যাপথা অথবা অন্য কোনও দাহ্য পদার্থ, তেল গুদামজাত ও বিক্রিয় করার জন্য বা ইট-ভাটা	টাঃ ১০০০.০০
(২)	কেরোসিন তেল, কয়লা অথবা কোক গুদাম-জাত ও বিক্রয় করার জন্য	টাঃ ৫০০.০০
(৩)	টালি-ভাটা	টাঃ ২৫০.০০
(৪)	চুন ভাটা বা পটারি	টাঃ ১৫০.০০
(৫)	ব্যক্তিগত ব্যবহার বা কোনও কলকারখানা বা জাহাজঘাটার ব্যবহার ব্যতীত খড়, ঘাস, চট বা অন্য কোনও দাহ্য পদর্থের ব্যবস্থা বা গুদামজাত করার জন্য	টাঃ ১০০.০০

(৬)	ধর্মীয় বা অন্য কোন উৎসবের প্রয়োজন ছাড়া প্রাণীহত্যা বা কসাইখানা চালানোর ব্যবস্থা	টাঃ ৫০০.০০
(৭)	মাছ, পশুর চামড়া বা শিং-এর গুদাম, পশুর হাড় ফাটানো বা গুদামজাত করা, চর্বি গলানো, চামড়ার ট্যানিং করা বা জুতা, ব্যাগ ইত্যাদি তৈরী করা	টাঃ ৫০০.০০
(৮)	তৈলজাত বস্তু তৈরী, সাবান তৈরী, রঞ্জন কার্য	টাঃ ১০০০.০০
(৯)	ক্ষতিকারক বা অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধ নির্গত হয় এমন সব অ্যাসিড ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য তৈরীর কলকারখানা বা ব্যবস্থা	টাঃ ১০০০.০০
(১০)	ক্ষতিকারক বা বিপজ্জনক দ্রব্যাদি তৈরীর কারখানা বা ব্যবস্থা	টাঃ ৫০০.০০
(১১)	পাথর ভাঙার কারখানা	টাঃ ১০০০.০০

৯। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (জিলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতি) হিসাব এবং আর্থিক নিয়মাবলী,২০০৩-এর ৯০(৯) নিয়ম অনুসারে পঞ্চায়েত সমিতি ঠিকাদার নিবন্ধীকরণের জন্য ফেরত যোগ্য নয় এমন ফী-র হার ঠিক করবে। ঠিকাদারগণ নাম নথিভূক্ত হওয়ার পর পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্ধারিত নিবন্ধীকরণ ফী জমা দেবেন। প্রতি বছর নাম নথিভূক্তকরণের জন্য ঠিকাদারগণ পঞ্চায়েত সমিতিতে ফেরতযোগ্য নয় এমন বার্ষিক ফী জমা দেবেন। পঞ্চায়েত সমিতি নিম্নবর্ণিত হারে নিবন্ধীকরণ ফী ও বার্ষিক ফী ধার্য্য ও আদায় করতে পারবেন।

(১) ক শ্রেণীভূক্ত ঠিকাদারদের নিবন্ধীকরণের জন্য সর্বোচ্চ ফী	টাঃ ১২০০০.০০
(২) খ শ্রেণীভূক্ত ঠিকাদারদের নিবন্ধীকরণের জন্য সর্বোচ্চ ফী	টাঃ ৬০০০.০০
(৩) গ শ্রেণীভূক্ত ঠিকাদারদের নিবন্ধীকরণের জন্য সর্বোচ্চ ফী	টাঃ ৩০০০.০০
(৪) ক শ্রেণীভূক্ত ঠিকাদারদের নাম পুর্নণবীকরণের জন্য সর্বোচ্চ ফী	টাঃ ৮০০০.০০
(৫) খ শ্রেণীভূক্ত ঠিকাদারদের নাম পুর্নণবীকরণের জন্য সর্বোচ্চ ফী	টাঃ ৪০০০.০০
(৬) গ শ্রেণীভূক্ত ঠিকাদারদের নাম পুর্নণবীকরণের জন্য সর্বোচ্চ ফী	টাঃ ২০০০.০০

১০। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের ২২৩ ধারায় ৩(১) উপধারা অনুযায়ী প্রণীত এই উপবিধি ভঙ্গ বা অমান্য করলে বা দোষী সাব্যস্ত হলে প্রথমবারের জন্য সর্বোচ্চ এক শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে এবং এই দণ্ডদানের পরও এই উপবিধি একইভাবে ভঙ্গ করতে থাকলে বিধিভঙ্গের দরুন দোষী ব্যক্তিকে প্রতিদিনের জন্য দশ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত অর্থ দণ্ড দিতে হবে এবং আদায়ীকৃত অর্থদণ্ড পঞ্চায়েত সমিতির তহবিলে জমা হবে।

১১। নিঃস্ব, অসহায় ও সম্বলহীন ব্যক্তি অথবা পরিবারগুলির ক্ষেত্রে এই ফী, অভিকর ও উপশুল্ক প্রযোজ্য হবে না।

স্বাক্ষর .. ..
নির্বাহী আধিকারিক
.. .. পঞ্চায়েত সমিতি
.. .. জেলা

বিজ্ঞপ্তি

.... (নাম) পঞ্চায়েত সমিতির কার্য্যালয় (ঠিকানা) পোঃ .... থানা .... জিলা পরিষদ (নাম) ....জেলা ....

তারিখঃ ....

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ (সংশোধিত)-এর ১৩৩ ও ১৩৪ ধারা মতে পঞ্চায়েত সমিতির কার্য্যাবলি নির্বাহ করিবার নিমিত্ত এই আইন বা ওই অধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর বিধান সমূহের সহিত অসামঞ্জস্য নহে এরূপ উপবিধিসমূহ প্রণয়ন এবং তৎসহ রাজ্য সরকার কর্তৃক নিদিষ্ট সর্বোচ্চ হার সাপেক্ষে বিভিন্ন বিষয়ে উপশুল্ক, ফি বা অভিকর ধার্য্য করার জন্য ২২৩(১) ধারা বলে পঞ্চায়েত সমিতি বাই ল বা উপবিধি তৈরী করার প্রয়োজন অনুভব করছে। এই লক্ষ্যে..... .... তারিখের পঞ্চায়েত সমিতির সভার সর্বসম্মত অনুমোদনক্রমে প্রস্তুত খসড়া বাই ল (উপবিধি) বাংলা এবং ইংরাজীতে অত্র পঞ্চায়েত সমিতি কার্য্যলয়সহ নিম্নলিখিত অফিস এবং স্থানগুলিতে এই বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইতেছে যে .... (নাম) পঞ্চায়েত সমিতির অত্র সংযেজিত উপবিধিগুলি গ্রহণ সম্বন্ধে কোন আপত্তি বা সংশোধনের প্রস্তাব থাকিলে তাহা যে কেহ উক্ত পঞ্চায়েত সমিতির কার্য্যালয়ে .... তারিখ হইতে .... তারিখ (৪৫ দিন) ছুটির দিন ছাড়া বেলা ১০.৩০মিঃ হইতে ৫.০০ ঘটিকার মধ্যে লিখিতভাবে বিবেচনার জন্য পেশ করিতে পারিবেন এবং তাহা যথাসময়ে বিবেচিত হইবে।

উক্ত খসড়া উপবিধি (ইংরাজী এবং বাংলায়) উক্ত .... পঞ্চায়েত সমিতির কার্য্যালয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ .... হইতে (৪৫দিন) .... তারিখের মধ্যে অফিসের দিনগুলিতে অফিস চলাকালীন দেখা যাইবে।

কোন আপত্তি পাওয়া না গেলে এই খসড়া বাই ল (উপবিধি)টিকে অথবা কোন লিখিত আপত্তি পাওয়া গেলে তাহা পঞ্চায়েত সমিতির সাধারণ সভায় বিবেচনা সাপেক্ষে এক মাসের মধ্যে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন ও কার্য্যকর করা হইবে।

স্বাক্ষর .. ..
নির্বাহী আধিকারিক
.. .. পঞ্চায়েত সমিতি

বিঃ দ্রঃ--- সংযোজিত উপবিধি .... উপরি উল্লিখিত দিনে অবশ্যই প্রকাশ করিয়া উক্ত মর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে রিপোর্ট দেবেন।

.... এই উপবিধি পুস্তিকা ৪৫ দিন পর্যন্ত প্রকাশিত করিবার পর .... পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে ফেরত দিবেন এবং এই প্রকাশের মর্মে একটি সার্টিফিকেট দিবেন।

নিম্নলিখিত স্থানে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইবে ঃ

১। .... গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস
২। .... পঞ্চায়েত সমিতি অফিস
৩। .... জিলা পরিষদ কার্য্যালয়
৪। .... সাব-রেজিস্ট্রি অফিস
৫। .... থানা
৬। ....জেলা শাসকের অফিস
৭। ....মহকুমা শাসকের অফিস
৮। .... জেলা জাজেস কোর্ট
৯। .... সাব-ডিভিশন্যাল জাজেস কোর্ট

চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি

.... পঞ্চায়েত সমিতির কার্য্যালয় (ঠিকানা) পোঃ .... থানা ....
.... জেলা পরিষদ (নাম)..... .... জেলা ....

তারিখ..... ....

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ (সংশোধিত)-এর ২২৩, ১৩৩ ও ১৩৪ ধারামতে .... (পঞ্চায়েত সমিতির নাম) পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন বিষয়ে টোল বা উপশুল্ক বা পথকর, ফি বা অভিকর ধার্য্য করার লক্ষ্যে .... তারিখ এর পঞ্চায়েত সমিতির সভায় অনুমোদনক্রমে প্রস্তুত খসড়া বাই ল (উপবিধি) .... তারিখে জনগণের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছিল।

এই বিষয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন লিখিত আপত্তি বা সংশোধনী প্রস্তাব না আসায় অথবা প্রাপ্ত লিখিত আপত্তি বা সংশোধনী প্রস্তাব বিবেচনা সাপেক্ষে (যে কোন একটি অংশ থাকিবে) .... তারিখের পঞ্চায়েত সমিতির সভায় সর্বসম্মতভাবে অনুমোদনক্রমে চূড়ান্তরূপে গৃহীত হইল।

ইহা জনগণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে।

স্বাক্ষর .. ..
নির্বাহী আধিকারিক
.. .. পঞ্চায়েত সমিতি

বিঃ দ্রঃ সংযোজিত উপবিধি উপরি উল্লিখিত দিনে প্রকাশিত করিয়া উক্ত মর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে একটি রির্পোট দিবেন।

নিম্নলিখিত স্থানে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইবে।

১। .... গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস
২। .... পঞ্চায়েত সমিতি অফিস
৩। .... জিলা পরিষদ কার্য্যালয়
৪। .... সাব-রেজিস্ট্রি অফিস
৫। .... থানা
৬। ....জেলা শাসকের অফিস
৭। ....মহকুমা শাসকের অফিস
৮। .... জেলা জাজেস কোর্ট
৯। .... সাব-ডিভিশন্যাল জাজেস কোর্ট

এক প্রস্থ করে চূড়ান্ত উপবিধি (খসড়া এবং চূড়ান্ত প্রকাশের নোটিশসহ) সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১ এবং অধিকর্তা, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পঞ্চায়েত ভবন, ১১এ, কিরণ শংকর রায় রোড, কলকাতা- ৭০০ ০০১ কে জ্ঞাতার্থে পাঠাইতে হইবে।